সংকল্পের প্রথমেই আসে বাক্যসংযম, তাই তৃতীয় মার্গ হ'ল (৩) সম্যক বাক্। মিথ্যা ভাষণ, অপ্রিয় কথা, পরনিন্দা ও অতিকথন থেকে নিজেকে সংবৃত করতে হবে। সম্যক বাক্ হলেই চলবে না, সাধককে সদাচারী হতে হবে। তাই চতুর্থ মার্গ হ'ল (৪) **সম্যক্ কর্মান্ত। সদাচার বলতে অহিংসা, অস্তেয় বা অচৌর্য** এবং অবৈধ ইন্দ্রিয়সম্ভোগ থেকে নিরত থাকা বোঝায়। সম্যক্ সঙ্কল্প ব্রতী হয়ে সদালাপী, সদাচারী মুমুক্ষুব্যক্তি জীবন ধারণের জন্য কখনও অসৎ উপায় অবলম্বন করবে না। এই পথটির নাম **সম্যক আজীব**, এটি ৫ম মার্গ। ৬ষ্ঠ মার্গটি হ'ল **সম্যক ব্যায়াম** এই ব্যায়ামটি মানসিক। আমরা জানি মন কখনও শূন্য থাকে না। তাই সাধককে এই মনটিকে সবসময় সৎচিন্তায় পরিপূর্ণ রাখতে হবে। অসৎ চিন্তা, নেতিবাচক ভাবনা দূর করে সৎ চিন্তাভাবনার স্থায়ী আসন মনে গড়ে তুলতে হবে। সপ্তম মার্গটি হ'ল (৭) **সম্যক্ স্মৃতি**। মুমুক্ষু ব্যক্তিকে এই চারটি সত্য মনে ধরে রাখতে হবে, আর মনে করতে হবে এই জগতের যা কিছু সবই অনিত্য ও বিকারশীল, তাই সমস্ত কামনা বাসনা থেকে মুক্ত রাখতে হবে নিজেকে। এই ৭টি পথ অতিক্রম করে মানুষ শেষ ধাপটিতে পৌঁছায়, সেটি হ'ল **সমাধি**, এই ধাপটি শেষ ও **অষ্টম**। এই সমাধি লাভেরও কয়েকটি স্তর আছে, স্তরগুলি অতিক্রম ক'রে মুমুক্ষু সেই আয় সমাহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধদেব বলেছেন—বুদ্ধ (Enlightened) একটি অবস্থামাত্র।

সম্যক সংকল্প
সম্যক্ বাক্
সম্যক্ কর্মান্ত
সম্যক্ আজীব
সম্যক্ স্মৃতি
সম্যক্ সমাধি

বৌদ্ধমতবাদের চারটি পরাসত্য, সেই সূত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এই তত্ত্বগুলির ফসল আরও দুটি বৌদ্ধপ্রধান মতবাদ—এই দুটি হ'ল **অনিত্যবাদ (Transitoriness),** যার থেকে জন্ম **ক্ষণভঙ্গবাদ** আর অনাত্ম্যবাদ। অনিত্যবাদ মতে কোন কিছুই কখনও স্থির নয়, সবসময় ভাঙাগড়া চলছে, ক্ষণে ক্ষণে সবকিছুর পট বদল। স্থায়ী কিছু নেই। **অনাত্ম্যবাদকেও** এই ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। বৌদ্ধমতে আত্মা অবিনশ্বর নয়—, আত্মা হ'ল চেতনাস্রোতের নিরন্তর প্রবাহ—যা কখনও থেমে নেই, বয়ে চলেছে নদীর তরঙ্গমালার মত। তবে এই আত্মরূপ তরঙ্গমালা অবিচ্ছিন্নধারা। বৌদ্ধ মতে, মানুষ দেহ, মন ও চেতনার একটি অনিত্য সমাহার। যখন দেহ মন চেতনা যুক্ত হচ্ছে তখন তার সৃষ্টি, আর বিনাশের সময়ে এগুলি বিচ্ছিন্ন হয়। মানব অস্তিত্বকে পুদ্‌গল রূপে বৌদ্ধরা ব্যাখ্যা করেছেন, যা পাঁচটি স্কন্ধের সমাহার। এগুলি হ'ল (১) রূপস্কন্ধ অর্থাৎ বস্তুর (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু) সংযোগ, (২) বেদনাস্কন্ধ, অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, বেদনারূপ অনুভূতির যোগফল, (৩) সংজ্ঞাস্কন্ধ—ধারণার সমষ্টি, (৪) সংস্কারস্কন্ধ, প্রবৃত্তি প্রভৃতি আন্তর বিষয়ের যোগফল, আর (৫) বিজ্ঞানস্কন্ধ—চেতনার সমাহার। প্রথমটি ছাড়া আর সবই মানসিক। তাহলে ব্যক্তিত্ব আর কিছুই নয়, নানা কিছু যোগেরও যোগফল। এই পাঁচটির সমাহার হ'ল—**নামরূপ**।

বুদ্ধ-একটি অবস্থা
অনিত্যবাদ
ক্ষণভঙ্গবাদ
অনাত্ম্যবাদ
মানুষের ব্যক্তিত্ব কয়েকটি স্কন্ধের সমাহার—(১) রূপস্কন্ধ (২) বেদনাস্কন্ধ (৩) সংজ্ঞাস্কন্ধ (৪) সংস্কারস্কন্ধ, (৫) বিজ্ঞানস্কন্ধ

➤ বৌদ্ধদর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) ➤

বৌদ্ধদর্শন অবৈদিক শাখা। প্রয়োগবাদ ও বাস্তববাদ এই দর্শনের ভিত্তিভূমি। প্রমা বা জ্ঞান সব কিছুর প্রধান উপাদান— এ কথা বিভিন্নভাবে তাঁরা প্রচার করেছেন। এই প্রমা বা জ্ঞানলাভের উৎস বলতে বৌদ্ধ সম্প্রদায় **প্রত্যক্ষ (perception)** এবং **অনুমান (Inference)** কে গ্রহণ করছেন। বৌদ্ধদের মতে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ (Indeterminate perception), যাতে বস্তু বা বিষয়ের স্বরূপ বা নির্যাস (essence)টি উপলব্ধ হয়, তাই আসল প্রমা। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্ভব নয়, তখন সবিকল্প প্রত্যক্ষই প্রমাণ হিসাবে গৃহীতব্য। অনুমানও যখন সবিকল্প প্রত্যক্ষ-নির্ভর, তখনই লোক-ব্যবহারে প্রয়োগ করা চলে। সবিকল্প প্রত্যক্ষ বস্তুটির বিশিষ্টতাকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ, এর নাম ও কোন্ জাতির এটি অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়। যেমন, আগুন দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট—সবক্ষেত্রেই আগুনের কাজ একই—এই জ্ঞান সবিকল্প প্রত্যক্ষগোচর, আর এর অমূর্ত জ্ঞান (abstract knowledge) নির্বিকল্প।

প্রমাণ হ'ল দুটি— প্রত্যক্ষ ও অনুমান
প্রত্যক্ষ (ক) নির্বিকল্প (খ) সবিকল্প

এখন আমরা বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বে মনের স্বরূপ, এবং মনের সাহায্যে কেমন করে জানা সম্ভব হয়, তাই সংক্ষেপে আলোচনা করব। **অস্তিত্ব** বা **Being থেকে মনটিকে আমরা পাই।** গভীর নিদ্রায় যে মনটি রয়েছে, তা **বীথিমুক্তচিত্ত।** আমাদের এই অস্তিত্ব আর চিন্তার মাঝখানে যে একটি আড়াল তাকে বলা হয় **ভভঙ্গুপচ্ছেদ,** তাই হ'ল মনের চৌকাট বা মনোদ্বার। মনের নানান গুণ, তারা ভাল ও মন্দে বিভক্ত। আবার এই **ভালমন্দ— প্রত্যেকেই দুধরনের—সার্বজনীন** (Universal) এবং **বিশেষ** (Particular)। মনের সাতটি সার্বজনীন ভাল গুণ হ'ল — **স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতিন্দ্রিয় ও মনোসিকার** অর্থাৎ মনোযোগ। স্পর্শমাধ্যমে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বিশিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে মনের প্রথম সংঘাত বা যোগ **বেদনার** মাধ্যমে অনুভূতি জাগ্রত হয়, **সংজ্ঞায়** কিছু ধারণা জন্মায়, **চেতনায়** উপযুক্ত পরিবেশ রচিত হ'লে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব, **একাগ্রতায়** একটি বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তির সামগ্রিক সম্পর্ক রচিত হয়, **জীবিতিন্দ্রিয়** এই মানসিক স্তরগুলির যোগফল, **মনোসিকার হ'ল** বিশেষ বিষয়ের প্রতি মনোযোগের প্রক্রিয়া। বৌদ্ধদর্শনে মনকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সমাহার হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শন কয়েকটি **সুস্থ মানসিক গুণের বিশ্লেষণ করেছেন,** যেমন, প্রথম, **বিতক্ক,** অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি উপাদানগুলিকে হাজির করা, দ্বিতীয়, বিচার, অর্থাৎ, মনকে বিষয়াভিমুখী করার জন্য মনের সঞ্চালন, তৃতীয়, **অধিমোক্ক,** অর্থাৎ কোন্ বিষয়ের প্রতি মনকে নিযুক্ত করা যায়, তা বেছে নেওয়া, চতুর্থ, **বীর্য,** অর্থাৎ কর্মের প্রতি উদ্দীপনা, পঞ্চম, **পীতি** অর্থাৎ বিষয়ে আগ্রহ, আর ৬ষ্ঠ হ'ল চন্দ, অর্থাৎ, বিষয় বা বস্তু অনুযায়ী কর্মের ইচ্ছা।

গভীর নিদ্রায় যে মনকে পাই তা বীথিমুক্তচিত্ত
ভভঙ্গুপচ্ছেদে মনের চৌকাট
মনের ৭টি ভাল গুণ—স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতিন্দ্রিয় ও মনোসিকার
মনের প্রক্রিয়া
(১) বিতক্ক (২) বিচার (৩) অধিমোক্ক (৪) বীর্য (৫) পীতি (৬) চন্দ

শব্দ ঃ সাংখ্য মতে শব্দ আর একটি প্রমাণ বা প্রমার উৎস। সাংখ্য দার্শনিকেরা বেদ-ভিত্তিক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না।

শব্দ

সাংখ্যমতে মুক্তি তত্ত্ব ঃ সাংখ্যমতে বিভিন্ন ধরনের দুঃখ থেকে নিষ্কৃতিই মুক্তি। এই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের জন্য যোগদর্শন বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়েছে। পরে আমরা তা আলোচনা করব।

সাংখ্যমতে মুক্তি তত্ত্ব

এতক্ষণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা সাংখ্য দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলাম। এখন এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রাসঙ্গিকতা আধুনিক মনন জগতে, শিক্ষার তত্ত্বে ও প্রয়োগে কতখানি, তা ভেবে দেখার বিষয় বলে মনে করি।

● আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে ও প্রয়োগে সাংখ্যদর্শনের মূল বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা ঃ

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার্থীদের মধ্যে **ব্যক্তিমূলক বৈষম্য** (Individual difference) একটি অবশ্যস্বীকার্য সত্য এবং এই মূলনীতিটিকে কেন্দ্র করেই শিক্ষামূলক প্রচেষ্টা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। সাংখ্যদর্শন আত্মার গুণগত পার্থক্য অনুসারে আত্মার বহুত্ব তত্ত্ব প্রচার করেছে। সাংখ্যের এই তত্ত্বটি সমালোচিত হলেও এর কিছু সত্যতা রয়েছে।

ব্যক্তি বৈষম্য

সাংখ্যদর্শন বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছে তা খুবই বৈজ্ঞানিক। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার বীজগুলি এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্বকে **জড় বস্তু ও শক্তির সমন্বয়ে** গঠিত বলে ব্যাখ্যা করে। সাংখ্যতত্ত্বে অচেতন, জড় অথচ সক্রিয় প্রকৃতি যখন চেতন, শক্তি সম্পন্ন, নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্যে আসে, তখনই সৃষ্টি সম্ভব। আরও বলা হয়েছে যে সৃষ্টির আগে প্রকৃতির গুণগুলি সাম্যাবস্থায় থাকে, পুরুষ যখন প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসে, অর্থাৎ শক্তি (Energy) আর জড়বস্তু (matter) যখন কাছাকাছি আসে, তখনই সাম্যাবস্থা (equilibrium) বিঘ্নিত হয় ও সৃষ্টি শুরু হয়। এই তত্ত্বাংশটির সঙ্গে **Newton-এর গতিতত্ত্বের প্রথম সূত্রটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। Newton-এর গতিতত্ত্বের প্রথম সূত্রটি হ'ল**—'বাইরে থেকে বিচলনের কারণ না এলে কোন বস্তু তা গতিময় হোক্ কি গতিহীন হোক্—তার কোন পরিবর্তন হয় না' (a body in motion or at rest continues to be so unless it is disturbed from outside.)

বস্তু ও শক্তির সংমিশ্রণে সৃষ্টি

সাংখ্য বিবর্তন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক। প্রথমতঃ, এটি বস্তুর নিত্যতা ও শক্তির নিরন্তর কর্মক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, তার কর্মপ্রবণতা শিক্ষা পরিবেশের পরিচালনার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ **শিক্ষার্থীর প্রকৃতি** (heredity or nature) এবং **শিক্ষার্থীর পরিমণ্ডল** (Environment or Nurture) এদের সক্রিয় প্রতিবর্তক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে **কর্মমুখীনতার** তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় সাংখ্যদর্শনে। সাংখ্য কার্যকারণতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছে, সবসময় **কারণের মধ্যে কার্যের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। শূন্য থেকে কোন কিছুরই সৃষ্টি হয় না, অর্থাৎ যা আজ ঘটবে তার সম্ভাবনা গতকাল ছিল।** সৃষ্টি প্রক্রিয়া কোন সুপ্ত সম্ভাবনার

সাংখ্য বিবর্তন তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক

কর্মমুখীনতা

কারণের মধ্যে কার্য থাকে

বিবর্তন মাত্র। যা অব্যক্ত ছিল, তা অভিব্যক্ত হয় সৃজন প্রক্রিয়াতে। তাই কোন ব্যক্তির প্রবণতা, ক্ষমতা, রুচি, আগ্রহ অনুসরণ না ক'রে তাকে পরিচালনা করা যায় না। আর বিশ্বসৃষ্টি প্রক্রিয়ার মত প্রতিটি জীবই, বিশেষ করে মানুষ সৃষ্টিশীল (creative)। সৃষ্টিশীলতাহীন এমন কোন ব্যক্তিত্ব কল্পনামাত্র (non-creative person is a figment of imagination)। সৃষ্টির মত ধ্বংসও কোন অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, **এই বিবর্তন চক্রাকারে চলে,** অর্থাৎ কখনও সৃজন, কখনও তার স্থিতি, কখনও তার অবসান—অর্থাৎ কোথাও কোন আরম্ভ বা শেষ নেই, **সব কিছু গতিময়তায় ভাসমান।** শেষতঃ, এই বিবর্তন প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যমুখী এবং এই উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দু হইল ব্যক্তি-সত্ত্বা—তার শ্রেণী (Species) নয়। এই বিবর্তনতত্ত্ব শিক্ষার আধুনিক সংজ্ঞায় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষার অর্থ হ'ল—এই প্রক্রিয়া গতিশীল আত্মবিকাশ প্রক্রিয়া। **শিক্ষার অর্থই হ'ল আত্মসক্রিয়তা, সৃজনশীলতা ও নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার নিরিখে জ্ঞানের পুনর্গঠন ও পুনর্রূপান্তর।** এই গতিময়তার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্ধিত হচ্ছে, রূপান্তরিত হচ্ছে নতুন নতুন আঙ্গিকে।

প্রতিটি জীবন সৃজনশীল

উদ্দেশ্যমুখী

শিক্ষা গতিশীল আত্মবিকাশ প্রক্রিয়া

সাংখ্যসৃষ্টিতত্ত্বে প্রথম উৎপন্ন যেটি, সেটি হ'ল **বুদ্ধি।** এই বুদ্ধি মননশীল মানুষের **প্রধান সম্পদ।** তাই এটির গুরুত্ব অসীম। এই **বুদ্ধি, মন ও অহংকার** এদের কাজ ব্যক্তির অন্তরে। বাইরের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্বস্তুর জ্ঞান আহরণে **মন, বুদ্ধি** ব্যক্তিকে সহায়তা করে। সাংখ্যে কোন বস্তু বা বিষয় জানার প্রক্রিয়ায় যে কতকগুলি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে ও মনোবিজ্ঞানে খুবই মূল্যবান। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে জানার উৎস হিসাবে **'প্রত্যক্ষ'** একটি বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে। ইন্দ্রিয় তো জ্ঞান আহরণের দ্বারস্বরূপ। **সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয় বস্তুর সংযোগে যে ছাপ তৈরি হয় সেটিকে মন বুদ্ধি পর্যালোচনা করে—** এবং নির্বাচন ও বর্জন (selection and elimination) প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্টতায় উন্নীত হয় ও তখন বস্তু বা বিষয়টির সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। এই যে সরল থেকে জটিলে, মূর্ত (concrete) থেকে অমূর্তে (abstract) জ্ঞান আহরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরবিন্যাস, তা আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত। তাই জন্য শিক্ষাবিজ্ঞানে শিশুদের ইন্দ্রিয় সঞ্চালন, ইন্দ্রিয় পরিমার্জনা আবশ্যিক অঙ্গ। ইন্দ্রিয় অনুশীলিত হলে তবেই মনের দরজায় বুদ্ধির আয়নায় তাদের **তথ্যসামগ্রীর** জ্ঞান সৌধ হয়ে গড়ে ওঠে। সাংখ্যমতে **প্রত্যক্ষের দুটি ধরন** একটি নির্বিকল্প, আর একটি সবিকল্প। নির্বিকল্প মনের প্রাক্‌চেতন (preconscious layer of mind) স্তরে স্থান পেয়েছে।

বুদ্ধির তাৎপর্য

প্রত্যক্ষ

জানার প্রক্রিয়া

প্রত্যক্ষ-দ্বিবিধ— নির্বিকল্প ও সবিকল্প

প্রথমে সংবেদন ও পরে প্রত্যক্ষ

মনোবিদ্ James-কে অনুসরণ ক'রে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে আমরা নিছক সংবেদন বলতে পারি। সংবেদন কিন্তু জ্ঞান নয়, সংবেদন হ'ল বস্তুটির সঙ্গে নিছক পরিচয় (acquaintance) আর প্রত্যক্ষ বা সবিকল্প

উভয় দেশের দার্শনিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় হওয়া প্রয়োজন, কারণ শিক্ষা অনেকাংশে দর্শনের ওপর নির্ভরশীল।

এখন আমাদের আলোচনার বিষয় হ'ল—'আমাদের পূর্বপুরুষদের অবদানে যুগ যুগ ধ'রে গড়ে-ওঠা দার্শনিক ভাবনা, চিন্তা, মতবাদ ইত্যাদি। তারপর আমাদের দেখতে হবে আমাদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের মুহূর্তে জ্ঞানবিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে এই সব দার্শনিক ভাবনার যাথার্থ্য কতখানি, কারণ আমাদের তো প্রাচীন ভাবনা ও আধুনিক ধ্যান-ধারণার একটা সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। নতুন ভাবনার পটভূমিতে প্রাচীন ভাবনার পুনর্মূল্যায়নই জাতির প্রাণোচ্ছল জীবনের লক্ষণ। বিভিন্ন দেশে-কালে নবজাগরণের জোয়ার এইভাবেই নতুন দিগন্ত প্রসারিত করেছে।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন বেদ, উপনিষদ — (১) বেদভিত্তিক (২) অবৈদিক

আমাদের সামনে যে প্রশ্নটি এখন উপস্থিত হয়েছে—তা হ'ল, ভারতীয় দার্শনিক ভাবনা কাকে বলে? আমরা জানি যে সমগ্র বিশ্বের প্রাচীনতম দার্শনিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে ভারতবর্ষ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই ঐতিহ্যে বিধৃত প্রায় চার হাজার বছর আগেকার বেদ, উপনিষদ, ক্রমে গড়ে ওঠা রামায়ণ মহাভারতের মত মহাকাব্যদ্বয়, পুরাণ, **চার্বাকদর্শন, জৈন ও বৌদ্ধদর্শন** আর **ষড়দর্শন** যেমন, **সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত**। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে মুসলমানদের সৃজনধর্মী মননশীলতাকে গ্রহণ করেছে ভারতবর্ষ, পশ্চিমের উদারনীতিও সমাদরে গৃহীত হয়েছে। ভারতীয় কৃষ্টি তাই বিভিন্ন ভাবধারার এক মিলনক্ষেত্র—যা 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।' তবে ভারতীয় দর্শন মূলত দাঁড়িয়ে রয়েছে, **বেদ, উপনিষদ, ষড়দর্শন** ও তিনটি **অবৈদিক মতবাদের ওপর**—যেগুলি হ'ল **চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন**।

এখন আমরা ভারতীয় দর্শনের মূলভাবনাগুলি তুলে ধরব। আমরা জানি, দর্শন তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সত্য, জ্ঞান ও মূল্যবোধ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলে ধরে। ভারতীয় মনে দর্শন জীবনের বিভিন্ন অংশের অনুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণে সদা আগ্রহী। ভারতবাসীর কাছে দর্শন জীবনচর্যা। এই বিশ্বজগতে কেমন করে আদর্শ জীবন যাপন করা যায়, তারই প্রচেষ্টা। মানুষের মনে নানা প্রশ্ন আছে বলেই মনন চলেছে তার অবিচ্ছিন্ন গতিতে। সে জানতে চায়—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কী? এ বিশ্বে কোন্ আদর্শ জীবন আমরা যাপন করব? মঙ্গল কী? প্রকৃত জ্ঞান কাকে বলে? এই জ্ঞানের উৎসগুলি কী কী? ইত্যাদি। এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নানা তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। বিভিন্ন দার্শনিক শাখার জন্ম হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি **অবৈদিক**, যারা বেদের প্রামাণ্য, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেয়নি, যেমন, **চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন**, আর ৬টি শাখা বৈদিক—যারা বেদের প্রামাণ্য ও ঈশ্বরকে স্রষ্টা হিসাবে কোন না কোন ভাবে স্বীকার করেছে। সেই ছয়টি শাখা হ'ল—**ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত**। এই শাখাগুলির মূল্য বৈশিষ্ট্য ও বক্তব্য অত্যন্ত সংক্ষেপে আলোচনা করা যাবে পরবর্তী পর্যায়ে। বৈদিক ভাবনা মূলত ধর্মীয় অনুষ্ঠান-ভিত্তিক। প্রকৃতির বিভিন্ন অংশে দেবত্ব আরোপ করতেন বৈদিক যুগের প্রবক্তারা, তাদেরই উদ্দেশ্যে হোম, যাগযজ্ঞ ঘিরে গড়ে উঠল ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব

বিভিন্ন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থেকে জন্ম নানা শাখার—অবৈদিক (১) চার্বাক (২) জৈন ৩) বৈদিক—ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত

বেদ বিস্তৃত হ'ল মনন জগতে, এর পরবর্তী পর্যায়ে এল দর্শন এবং তা উপনিষদের যুগ। এই যুগ পরিশীলিত ভাষা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে পরিবেশন করল নানা প্রত্যয়ের দার্শনিক ব্যাখ্যা। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দর্শন শাখা গড়ে উঠল। আমরা মানবজীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেদোপনিষদের ও মূল দর্শন শাখাগুলির প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করব।

প্রথমতঃ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড সত্তা। মূল পাঁচটি উপাদান বা পঞ্চভূত দিয়ে তৈরি এই জগৎ। জগতের সৃষ্টি কখনও আকস্মিক হয়নি। ক্রমে ক্রমে এই পাঁচটি মৌলিক উপাদান ও নৈসর্গিক প্রকৃতি ও জড়বস্তুর সম্মেলনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি হ'ল। এই সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছেন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বা ভূমা। তিনিই এই বিশ্ব জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিয়ন্তা। এই সৃষ্টি বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতীয় দর্শনের মূল নির্যাস।

ভারতীয় দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য (১) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

দ্বিতীয়তঃ, এই বিশ্ব যা জগৎ বলে পরিচিত, তা অনিত্য, তবে জীবের মধ্যে যে আত্মন্ রয়েছেন, তিনি অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত।

(২) সবই অনিত্য শুধু আত্মন্ অবিনশ্বর

তৃতীয়তঃ, এই আত্মন্ যা শাশ্বত, চিরন্তন বিভিন্ন জন্মে তা প্রারব্ধকর্মের ফলভোগ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের দেহ ধারণ করে। এই তত্ত্বকে **কর্মবাদ** বলা হয়।

(৩) এই আত্মন্ কর্মফল অনুসারে দেহধারণ করে।

চতুর্থতঃ, মানুষের জীবন দুঃখময়। এই দুঃখ বা বেদনার কারণও রয়েছে। মানুষ সচেষ্ট হলে এই দুঃখ বা বেদনা থেকে মুক্তি পেতে পারে। ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ তাই শেষ কথা নয়।

(৪) দুঃখ—তার থেকে মুক্তি

পঞ্চমতঃ, এই সব দুঃখ বেদনার কারণ হ'ল অবিদ্যা বা অজ্ঞান। আসল জ্ঞান আহরণের পথে বাধা এই অবিদ্যা। তাই প্রমা বা আসল জ্ঞান, তা সঞ্চয়ন করতে হবে, আর ঐ জ্ঞানই মানুষকে সৎ (যা নিত্য) এবং অসৎ (যা অনিত্য) এর মধ্যে প্রভেদ বুঝতে সাহায্য করবে।

(৫) দুঃখের কারণ অবিদ্যা প্রমা—আসল জ্ঞান

ষষ্ঠতঃ, কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করে কাজ করে যেতে হবে। বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারা নিজেকে সংযত করার নির্দেশনা ভারতীয় দর্শনের মূল কথা।

(৬) ফলের প্রত্যাশা না করে কাজ করা

সপ্তমতঃ, ভারতীয় দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল, আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মন ব্যাখ্যাত হয়েছে তার বিশিষ্টতায়। মনকে বলা হয়েছে 'অণু', জড় প্রকৃতির ও সর্বব্যাপী। এই মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত ও প্রশিক্ষিত করার জন্য নানা পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় দর্শন। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হ'ল—পাশ্চাত্য ভাবনার বহু আগে ভারতীয় দর্শন মনের তিনটি স্তর অর্থাৎ প্রাক্‌চেতন, চেতন ও অচেতন স্তরের তত্ত্ব পরিবেশন করেছে।

(৭) মনের ব্যাখ্যা

অষ্টমতঃ, ভারতীয় দর্শনে, বিদ্যা বা জ্ঞান উভয় প্রকারের—তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক। দর্শন-কেন্দ্রিক ও উপযোগিতাভিত্তিক শিক্ষার লক্ষ্য তাই নির্দেশিত হয়েছে **'পরা' বিদ্যা, যা মুক্তির পথে, মোক্ষের পথে, প্রকৃত জ্ঞানের পথে**

প্রাক্‌চেতন, চেতন ও অচেতন

সংকল্পের প্রথমেই আসে বাক্যসংযম, তাই তৃতীয় মার্গ হ'ল (৩) সম্যক বাক্। মিথ্যা ভাষণ, অপ্রিয় কথা, পরনিন্দা ও অতিকথন থেকে নিজেকে সংবৃত করতে হবে। সম্যক বাক্ হলেই চলবে না, সাধককে সদাচারী হতে হবে। তাই চতুর্থ মার্গ হ'ল (৪) **সম্যক্ কর্মান্ত**। **সদাচার বলতে অহিংসা, অস্তেয় বা অচৌর্য** এবং অবৈধ ইন্দ্রিয়সম্ভোগ থেকে নিরত থাকা বোঝায়। সম্যক্ সঙ্কল্প ব্রতী হয়ে সদালাপী, সদাচারী মুমুক্ষুব্যক্তি জীবন ধারণের জন্য কখনও অসৎ উপায় অবলম্বন করবে না। এই পথটির নাম **সম্যক আজীব**, এটি ৫ম মার্গ। ৬ষ্ঠ মার্গটি হ'ল **সম্যক ব্যায়াম** এই ব্যায়ামটি মানসিক। আমরা জানি মন কখনও শূন্য থাকে না। তাই সাধককে এই মনটিকে সবসময় সৎচিন্তায় পরিপূর্ণ রাখতে হবে। অসৎ চিন্তা, নেতিবাচক ভাবনা দূর করে সৎ চিন্তাভাবনার স্থায়ী আসন মনে গড়ে তুলতে হবে। সপ্তম মার্গটি হ'ল (৭) **সম্যক্ স্মৃতি**। মুমুক্ষু ব্যক্তিকে এই চারটি সত্য মনে ধরে রাখতে হবে, আর মনে করতে হবে এই জগতের যা কিছু সবই অনিত্য ও বিকারশীল, তাই সমস্ত কামনা বাসনা থেকে মুক্ত রাখতে হবে নিজেকে। এই ৭টি পথ অতিক্রম করে মানুষ শেষ ধাপটিতে পৌঁছায়, সেটি হ'ল **সমাধি**, এই ধাপটি শেষ ও **অষ্টম**। এই সমাধি লাভেরও কয়েকটি স্তর আছে, স্তরগুলি অতিক্রম ক'রে মুমুক্ষু সেই আত্ম সমাহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধদেব বলেছেন—বুদ্ধ (Enlightened) একটি অবস্থামাত্র। বৌদ্ধমতবাদের চারটি পরাসত্য, সেই সূত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র এতক্ষণ আলোচনা করলাম। এই তত্ত্বগুলির ফসল আরও দুটি বৌদ্ধপ্রধান মতবাদ—এই দুটি হ'ল **অনিত্যবাদ (Transitoriness)**, যার থেকে জন্ম **ক্ষণভঙ্গবাদ** আর অনাত্ম্যবাদ। অনিত্যবাদ মতে কোন কিছুই কখনও স্থির নয়, সবসময় ভাঙাগড়া চলছে, ক্ষণে ক্ষণে সবকিছুর পট বদল। স্থায়ী কিছু নেই। **অনাত্ম্যবাদকেও** এই ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। বৌদ্ধমতে আত্মা অবিনশ্বর নয়—, আত্মা হ'ল চেতনাস্রোতের নিরন্তর প্রবাহ—যা কখনও থেমে নেই, বয়ে চলেছে নদীর তরঙ্গমালার মত। তবে এই আত্মরূপ তরঙ্গমালা অবিচ্ছিন্নধারা। বৌদ্ধ মতে, মানুষ দেহ, মন ও চেতনার একটি অনিত্য সমাহার। যখন দেহ মন চেতনা যুক্ত হচ্ছে তখন তার সৃষ্টি, আর বিনাশের সময়ে এগুলি বিচ্ছিন্ন হয়। মানব অস্তিত্বকে পুদ্‌গল রূপে বৌদ্ধরা ব্যাখ্যা করেছেন, যা পাঁচটি স্কন্ধের সমাহার। এগুলি হ'ল (১) রূপস্কন্ধ অর্থাৎ বস্তুর (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু) সংযোগ, (২) বেদনাস্কন্ধ, অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, বেদনারূপ অনুভূতির যোগফল, (৩) সংজ্ঞাস্কন্ধ—ধারণার সমষ্টি, (৪) সংস্কারস্কন্ধ, প্রবৃত্তি প্রভৃতি আন্তর বিষয়ের যোগফল, আর (৫) বিজ্ঞানস্কন্ধ—চেতনার সমাহার। প্রথমটি ছাড়া আর সবই মানসিক। তাহলে ব্যক্তিত্ব আর কিছুই নয়, নানা কিছু যোগেরও যোগফল। এই পাঁচটির সমাহার হ'ল—**নামরূপ**।

সম্যক সংকল্প
সম্যক্ বাক্
সম্যক্ কর্মান্ত
সম্যক্ আজীব
সম্যক্ স্মৃতি
সম্যক্ সমাধি
বুদ্ধ-একটি অবস্থা
অনিত্যবাদ
ক্ষণভঙ্গবাদ
অনাত্ম্যবাদ
মানুষের ব্যক্তিত্ব কয়েকটি স্কন্ধের সমাহার—(১) রূপস্কন্ধ (২) বেদনাস্কন্ধ (৩) সংজ্ঞাস্কন্ধ (৪) সংস্কারস্কন্ধ, (৫) বিজ্ঞানস্কন্ধ

➢ বৌদ্ধদর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) ≺

বৌদ্ধদর্শন অবৈদিক শাখা। প্রয়োগবাদ ও বাস্তববাদ এই দর্শনের ভিত্তিভূমি। প্রমা বা জ্ঞান সব কিছুর প্রধান উপাদান— এ কথা বিভিন্নভাবে তাঁরা প্রচার করেছেন। এই প্রমা বা জ্ঞানলাভের উৎস বলতে বৌদ্ধ সম্প্রদায় **প্রত্যক্ষ (perception)** এবং **অনুমান (Inference)** কে গ্রহণ করছেন। বৌদ্ধদের মতে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ (Indeterminate perception), যাতে বস্তু বা বিষয়ের স্বরূপ বা নির্যাস (essence)টি উপলব্ধ হয়, তাই আসল প্রমা। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্ভব নয়, তখন সবিকল্প প্রত্যক্ষই প্রমাণ হিসাবে গৃহীতব্য। অনুমানও যখন সবিকল্প প্রত্যক্ষ-নির্ভর, তখনই লোক-ব্যবহারে প্রয়োগ করা চলে। সবিকল্প প্রত্যক্ষ বস্তুটির বিশিষ্টতাকে গ্রহণ করে, অর্থাৎ, এর নাম ও কোন্ জাতির এটি অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়। যেমন, আগুন দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট—সবক্ষেত্রেই আগুনের কাজ একই—এই জ্ঞান সবিকল্প প্রত্যক্ষগোচর, আর এর অমূর্ত জ্ঞান (abstract knowledge) নির্বিকল্প।

প্রমাণ হ'ল দুটি—প্রত্যক্ষ ও অনুমান
প্রত্যক্ষ (ক) নির্বিকল্প (খ) সবিকল্প

এখন আমরা বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বে মনের স্বরূপ, এবং মনের সাহায্যে কেমন করে জানা সম্ভব হয়, তাই সংক্ষেপে আলোচনা করব। **অস্তিত্ব** বা **Being থেকে মনটিকে আমরা পাই**। গভীর নিদ্রায় যে মনটি রয়েছে, তা **বীথিমুক্তচিত্ত**। আমাদের এই অস্তিত্ব আর চিন্তার মাঝখানে যে একটি আড়াল তাকে বলা হয় **ভবঙ্গুপচ্ছেদ**, তাই হ'ল মনের চৌকাট বা মনোদ্বার। মনের নানান গুণ, তারা ভাল ও মন্দে বিভক্ত। আবার এই **ভালমন্দ— প্রত্যেকেই দুধরনের—সার্বজনীন** (Universal) এবং **বিশেষ** (Particular)। মনের সাতটি সার্বজনীন ভাল গুণ হ'ল — **স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয়** ও **মনোসিকার** অর্থাৎ মনোযোগ। স্পর্শমাধ্যমে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ বিশিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে মনের প্রথম সংঘাত বা যোগ **বেদনার** মাধ্যমে অনুভূতি জাগ্রত হয়, **সংজ্ঞায়** কিছু ধারণা জন্মায়, **চেতনায়** উপযুক্ত পরিবেশ রচিত হ'লে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব, **একাগ্রতায়** একটি বিষয়ের সঙ্গে ব্যক্তির সামগ্রিক সম্পর্ক রচিত হয়, **জীবিতেন্দ্রিয়** এই মানসিক স্তরগুলির যোগফল, **মনোসিকার হ'ল** বিশেষ বিষয়ের প্রতি মনোযোগের প্রক্রিয়া। বৌদ্ধদর্শনে মনকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সমাহার হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৌদ্ধদর্শন কয়েকটি **সুস্থ মানসিক গুণের বিশ্লেষণ করেছেন**, যেমন, প্রথম, **বিতর্ক**, অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি উপাদানগুলিকে হাজির করা, দ্বিতীয়, **বিচার**, অর্থাৎ, মনকে বিষয়াভিমুখী করার জন্য মনের সঞ্চালন, তৃতীয়, **অধিমোক্ষ**, অর্থাৎ কোন্ বিষয়ের প্রতি মনকে নিযুক্ত করা যায়, তা বেছে নেওয়া, চতুর্থ, **বীর্য**, অর্থাৎ কর্মের প্রতি উদ্দীপনা, পঞ্চম, **পীতি** অর্থাৎ বিষয়ে আগ্রহ, আর ৬ষ্ঠ হ'ল **চন্দ**, অর্থাৎ, বিষয় বা বস্তু অনুযায়ী কর্মের ইচ্ছা।

গভীর নিদ্রায় যে মনকে পাই তা বীথিমুক্তচিত্ত
ভবঙ্গুপচ্ছেদে মনের চৌকাট
মনের ৭টি ভাল গুণ—স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, একাগ্রতা, জীবিতেন্দ্রিয় ও মনোসিকার
মনের প্রক্রিয়া (১) বিতর্ক (২) বিচার (৩) অধিমোক্ষ (৪) বীর্য (৫) পীতি (৬) চন্দ

12.7 Pragmatism and Discipline

Imposed and rigid discipline have no place in the Pragmatic school. Pragmatism does not believe in external restraint and discipline enforced by the teacher. According to Pragmatists, punishment and reward are not at all necessary in the process of learning. They believe in engaging the children in free and purposeful activities. Through cooperative activities children learn useful social qualities like give and take, fellow feeling, sympathy, spirit of sacrifice, toleration and sympathy.

The school is a miniature society. Therefore, the school should provide for all these activities which constitute the normal life of the democratic society. Thus, according to Pragmatism, the discipline should not be the result of external domination. It should be backed with freedom and joyful activities. Sense of discipline will grow from democratic living in the school environment.

12.8 Pragmatism and the Teacher

According to Pragmatism, the position of the teacher is of a guide and adviser. Pupils should be inspired to follow the principle of *learning by doing*. He should create a problem solving attitude in his students. The pupils will gain knowledge and skill at their own initiative.

The teacher must be experimental in his dealings. He should not be a simple follower of established principle and fixed method.

12.9 Contributions of Pragmatism

1. Pragmatism has immensely contributed to the theory and practice of education.
2. Pragmatism is not based on fixed values. It regards values in human experience.
3. Pragmatic teaching methods are based on *learning by doing*. Learning becomes real when it comes through doing.
4. Project Method develops sociability in students. It develops a sense of cooperation among them.
5. In Pragmatic method of teaching and learning, enough scope has been provided for discussion, questioning and handling situations.
6. Pragmatism has accelerated the pace of democracy in educational institutions.

পড়ে তবে তার প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। চার্বাক বললেন, বেদকে শব্দ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ বেদের নানা অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ ইত্যাদির প্রবর্তন আর কিছুই নয়, শুধু সাধারণ অজ্ঞ মানুষকে প্রবঞ্চিত করার জন্য চতুর পুরোহিত সম্প্রদায়ের অভিসন্ধিমূলক কর্ম, কারণ এগুলির মধ্য দিয়ে তাদের স্বার্থ সিদ্ধ হ'ত। 'শব্দ' সম্পর্কে আরও বলা হয় যে শব্দ যদি অনুমানভিত্তিক হয়, তবে তা আরও ভয়ঙ্কর। তাই চার্বাক দর্শনে 'শব্দ'কে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হ'ল না।

শব্দ বেদ-ভিত্তিক হলে প্রমাণ নয়।

➢ তত্ত্ববিদ্যা (Metaphysics) ≺

চার্বাক দর্শনে **তত্ত্ববিদ্যা** বা **অস্তিত্বের তত্ত্ব** জ্ঞানতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা আগেই বলেছি যে চার্বাক সম্প্রদায় প্রমাণ হিসাবে একমাত্র প্রত্যক্ষকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের কাছে একমাত্র সত্য হ'ল বস্তু বা matter, স্বভাবতঃ ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, মৃত্যুর পর জীবন, অদৃষ্ট, সবই তো প্রত্যক্ষের বাইরে, তাই তাদের এই দর্শনমতে কোন অস্তিত্ব নেই।

চার্বাক তত্ত্ববিদ্যা জ্ঞান-তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রত্যক্ষের বাইরে কিছুরই অস্তিত্ব নেই

বাস্তব জগতের স্বরূপ সম্পর্কে বলতে গেলে চার্বাক দর্শন চারটি পদার্থকে গ্রহণ করেছে। এই চারটি হ'ল—**ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ** অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন ও বাতাস। এদের স্বরূপ হ'ল জড়ত্ব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা। অনুমানের দ্বারা কোন সূক্ষ্ম অবস্থা বা বস্তুর অস্তিত্বকে স্বীকার করা যায় না, তাই ব্যোম্ বা আকাশের অস্তিত্ব চার্বাক দর্শন স্বীকার করে না। ভারতীয় দর্শনে পাঁচটি মহাভূতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, যেমন, মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ। একমাত্র চার্বাক প্রথম চারটিকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রধান উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। চার্বাক দর্শনে এই চারটির সমন্বয়ে জীবনের সৃষ্টি আর বিনাশকালে এই জীবজগৎ বিলীন হয়।

চার্বাক চারটি মহাভূত ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ-এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

'মন' সম্পর্কে চার্বাক মত হ'ল যে প্রত্যেক দেহে চৈতন্য গুণরূপে থাকে। আত্মা বলে কিছু নেই। তবে প্রত্যেকটি জীব 'চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ এবং আত্মা' অর্থাৎ জড় দেহে চৈতন্য রয়েছে, তার প্রকাশ প্রাণে, আর চৈতন্য ও জড়ের দ্বারাই উৎপন্ন। এখন প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে।—এই চৈতন্য তো চারটি উপাদানে প্রত্যক্ষগোচর নয়, তাহলে কেমন করে দেহের গুণ হিসাবে গণ্য হবে? চার্বাক দর্শন উদাহরণ সহযোগে বোঝাচ্ছে যে পান, চুন, সুপারী কোনটিতেই 'লাল' এই গুণটি নেই, কিন্তু এই তিনটি যখন একত্রে চর্বিত হয়, তখন তাদের সংমিশ্রণে লাল রং দেখা যায়, ঠিক তেমনি চারটি উপাদান যখন চৈতন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখন জীবনবিশিষ্ট জীবকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। আরও স্পষ্টভাষায় বলা যায়, যে চারটি উপাদান ও চৈতন্য সবসময় একই সঙ্গে থাকে—সেই সূত্র ধ'রেই ঐ দেহযন্ত্রের ওপর চৈতন্যের নির্ভরতাকে ব্যাখ্যা করা যায়। অনেকটা আধুনিক আচরণবাদী ব্যাখ্যাকে ছুঁয়ে যায় চার্বাক দর্শনের তত্ত্বের এই অংশ।

চৈতন্য জীবের গুণমাত্র

দেহ ও চৈতন্য যোগে জীব।

এই বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বে চার্বাক দর্শন একেবারেই কোন ঈশ্বরের প্রয়োজন স্বীকার করেনি।

চারটি উপাদান যখন যান্ত্রিকভাবে সমন্বিত হয়েছে, তখনই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এই সৃষ্টির পিছনে কোন সচেতন উদ্দেশ্য নেই। স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট হয়েছে। এই দিক থেকে বিচার করলে চার্বাক দর্শনকে **'যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদ'** হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। চার্বাক দর্শনকে প্রত্যক্ষবাদ **(Positivistic Philosophy)** ও বলা যায়, কারণ এই দর্শন নানা বস্তুর ও বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষের ওপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে।

ঈশ্বরের স্রষ্টা হিসাবে কোন অস্তিত্বই নেই

➢ নীতিশাস্ত্র (Ethics) ≺

ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য শাখা মানুষের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে চারটি পুরুষার্থের উল্লেখ করেছে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। কিন্তু চার্বাক দর্শন শুধু **অর্থ ও কামকে** জীবনের লক্ষ্যরূপে চিহ্নিত করেছে। চার্বাক দর্শনকে **সুখবাদ** বা hedonism বলা যেতে পারে। কারণ, ইন্দ্রিয়সুখভোগই এই দর্শনের একমাত্র কামনার বস্তু। **'সুখপ্রাপ্তিই একমাত্র উদ্দেশ্য, দুঃখ কখনও নয়'**—এমন ভাবনা থেকে জন্ম নিল এক বিশেষ প্রত্যয়ের যা বলে, যার দ্বারা সুখ পাওয়া যায়, তাই শুভ, আর যে কাজ দুঃখের দিকে নিয়ে যাবে, তাই অশুভ। এই দর্শনে, স্বর্গ, নরক, শ্রাদ্ধ, মৃত্যুর পর জীবনের অস্তিত্ব, এই সবকিছু ধারণাই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। একমাত্র বর্তমান জীবন ও অনন্ত সুখভোগই এই দর্শনের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু।

পুরুষার্থ দুটি —অর্থ ও কাম

সুখবাদী (hedonist)

এতক্ষণ আমরা চার্বাক দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এতক্ষণ এই বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এখন এই বৈশিষ্ট্যগুলি আধুনিক **শিক্ষার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে** কতখানি প্রাসঙ্গিক তা বিশ্লেষণ করব।

প্রথমতঃ, আধুনিক মতে, শিক্ষা শিশুর অন্তর্নিহিত সমস্ত বৈশিষ্ট্যের সর্বাঙ্গীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ প্রক্রিয়া। এই বিকাশ প্রক্রিয়া শিশুর বর্তমান জীবনটিকে ঘিরে বয়ে চলে। শিশু তার বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে প্রতিবর্তক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার প্রয়োজন, চাহিদা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। শিক্ষার অর্থ কখনই কিছু তথ্য আহরণ নয়, শিক্ষার্থী একজন জৈব-মানসিক সত্তা, তার জীবন বিকাশ-প্রক্রিয়া চলে তার বর্তমান জীবন পরিবেশটিকে কেন্দ্র করে। অতীত ও সেখানে কোন ছায়া ফেলে না, আর ভবিষ্যৎ তো সম্পূর্ণ অজানা একটি দিক। চার্বাক দর্শনে মানুষের **স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন বিকাশ**, বর্তমান জীবনের প্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতাপুঞ্জ গড়ে তোলা বর্তমান শিক্ষার স্বরূপ নির্ণয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে চার্বাক দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা—

(১) শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা—তার বর্তমান জীবন

দ্বিতীয়তঃ, একবিংশ শতকে শিক্ষার লক্ষ্যে যুক্ত হয়েছে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, তথ্য প্রযুক্তির প্রসারণ। এগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে আর্থ-সামাজিক উন্নতি সম্ভব হয়। চার্বাক দর্শন মূলত বস্তুবাদী। এর লক্ষ্য ব্যক্তির ও সমাজের বাস্তবক্ষেত্রে উন্নতিসাধন, তাই যে জ্ঞান উপযোগী, অর্থাৎ মানুষকে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নিয়ে যাবে,

(২) শিক্ষার লক্ষ্য— আর্থ-সামাজিক বস্তুগত উন্নতি